লক্ষ্মীছড়িতে সেনাবাহিনী কর্তৃক দুই পিসিপি কর্মি ধৃত, পরে মুক্তি

গত ২৬ এপ্রিল খাগড়াছড়ি জেলার লক্ষ্মীছড়ি জোনের কমান্ডিং অফিসার লেঃ কঃ মোমিন খান বর্মাছড়ি ইউনিয়নের বড়ইতলি গ্রাম থেকে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের দুই কর্মিকে গ্রেফতার করেন। এরা হলেন পিসিপি লক্ষ্মীছড়ি থানা শাখার নেতা সুশীল চাকমা ও কালাধন চাকমা। তারা এ সময় বর্মাছড়ি এলাকায় সাংগঠনিক সফর করছিলেন।

সেনারা তাদের ওপর অমানুষিক শারীরিক নির্যাতন চালায় ও রাঙ্গামাটি জেলার ঘাগড়া ক্যাম্পে চালান দেয়। পরে গত ২৯ এপ্রিল তাদেরকে বান্যাছোলা আর্মি ক্যাম্প থেকে ছেড়ে দেয়া হয়। ইদানিং পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনা বাহিনীর উপদ্রব সাংঘাতিকভাবে বেড়ে গেছে। গ্রেফতার, আটক, নির্যাতন এখন নিত্য দিনের ঘটনা। লক্ষ্মীছড়ি, কাউখালি ও কুতুকছড়ি এলাকায় এ হার অনেক বেশী। সম্প্রতি গত ২৩ এপ্রিল থেকে এই তিন এলাকায় সেনারা তথাকথিত অপারেশন চালায়। তারা রাত বিরাতে গ্রামে গ্রামে হানা দিয়ে নিরীহ লোকজনকে হয়রানি ও মারধর করে। মহিলাদের শ্লীলতাহানির চেষ্টা চালায়। সাধারণত ইউপিডিএফ-এর সদস্য সন্দেহে লোকজনকে আটক করা হয়।

রাঙ্গামাটিতে সেনাবাহিনী কর্তৃক ১৮ আদিবাসী বাঙালী নেতা প্রহৃত

পার্বত্য চট্টগ্রাম আদি ও স্থায়ী কল্যাণ পরিষদের নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেছেন সেনা সদস্যরা তাদের ১৮ জন নেতাকে আলোচনার নামে রাঙ্গামাটি আর্মি রিজিয়ন্যাল সদর দপ্তরে ডেকে নিয়ে মারধর করা হয়েছে। সংগঠনটির এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে গত ২ জুন সংগঠনের সভাপতি ইউসুফ আলম, সহসভাপতি জাকের হোসেনকে সেনারা তাদের ৩ জুনের পূর্ব নির্ধারিত একটি সমাবেশ বাতিল করতে বলে, অন্যথায় ক্রসফায়ারে মেরে ফেলা হবে বলে হুমকি দেয়।

সংগঠনের নেতা কর্মিরা এই ঘটনার প্রতিবাদে শহরের শিল্পকলা একাডেমির সামনে এক সমাবেশ করেন এবং পরে মিছিল বের করেন।

বাঙালী স্থায়ী বাসিন্দাদের সংগঠনটির অন্যতম নেতা আজম আলীকে আহত অবস্থায় রাঙ্গামাটি সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

লক্ষ্মীছড়িতে পিসিপি সদস্য গ্রেফতার

গত ১৯ জুন ২০০৫ লক্ষ্মীছড়ি জোনের আর্মি সদস্যরা স্বপন কুমার বসু (২২) নামে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের এক সদস্যকে জোর করে ক্যাম্পে নিয়ে যায়। সেখানে তাকে জিজ্ঞাসাবাদের নামে হয়রানি করা হয়।

পরে সেনারা তাকে ছেড়ে দেয়া বলে জানা গেছে। কি কারণে তাকে ধরে নেয়া হয়েছে তা জানা যায়নি। তবে ধারণা করা হচ্ছে তার এক ভাই রতন বসু ইউপিডিএফ এর সক্রিয় সদস্য হওয়ার কারণে এভাবে তাকে হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে।

উল্লেখ্য, কয়েক মাস আগে মানিকছড়ির জামতলা থেকে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেছিল। তার বিরুদ্ধে ডাকাতি মামলা জুড়িয়ে দেয়া হয় সে সময়। পরে সে জামিনে ছাড়া পায়।

ইদানিং লক্ষ্মীছড়ির সেনা সদস্যরা খুবই বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। গায়ের জোর খাটিয়ে তারা লোকজনকে হরহামেশা হয়রানি ও মারধর করে থাকে। জনগণের মানবাধিকার তারা থোরাই পরোয়া করে। সাধারণ সিভিল প্রশাসনেও তারা হস্তক্ষেপ করে থাকে। গত এপ্রিল মাসে টিএনও গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী করার অনুমতি দিলেও সেনারা তাতে বাধ সাধে। ফলে একেবারে চূড়ান্ত মুহুর্তে ফোরাম তাদের কর্মসূচী বাতিল করতে বাধ্য হয়। বর্তমান জোন কমান্ডার একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের প্রতি সহানুভূতিশীল। তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়েছেন, তিনি এলাকায় ইউপিডিএফ-কে হটিয়ে দিয়ে জেএসএস-কে এনে বসিয়ে দেবেন। তবে এলাকায় ইউপিডিএফ-এর প্রতি ব্যাপক জনসমর্থন দেখে বিস্মিত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

তাছাড়া ইদানিং লক্ষ্মীছড়িতে "আব্দুল বাহিনীর" দাপট বেড়ে গেছে। এরা দু পাইস কামানোর জন্য নিরীহ লোকজনের বিরুদ্ধে সেনা ক্যাম্পে বিভিন্ন বানোয়াট রিপোর্ট দিয়ে থাকে। সেনরাও তথাকথিত "জনগণের হৃদয় মন জয় করার" কর্মসূচীতে বরাদ্দকৃত অর্থের সামান্য অংশ এ ধরনের কাজে ব্যয় করে বাকি টাকা তারা নিজেরা আত্মসাৎ করে থাকে।

বুদুছড়ায় বিডিআর-এর ব্যাটালিয়ন হেড কোয়ার্টার নির্মাণের নামে জমি বেদখল: বহু পরিবার উচ্ছেদের মুখে

দীঘিনালা প্রতিনিধি

বাংলাদেশ সরকার খাগড়াছড়ির বাবুছড়ায় বিডিআর -এর একটি ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টার নির্মাণের নামে ৪৫ একর জমি জবর দখলের হুকুম নামা জারী করেছে। গত ৩১ মার্চ খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসক জমির মালিকদের প্রতি এই ভূমি হুকুম দখল নোটিশ দেন। নোটিশের স্মারক নম্বরগুলো হলো ১৪-২১/০৫-৬১ এল, এ; ৬২/এল.এ; ৬৩/এল.এ; ৬৪/এল.এ; ৬৫/এল.এ; ৬৬/এল.এ; ও ৬৭/এল.এ।

সব ক'টি নোটিশের ভাষা হুবহু একই। এতে বলা হয়েছে "যেহেতু নিম্নবর্ণিত তফসীলভুক্ত ভূমি জনস্বার্থে বাবুছড়া রাইফেলস (বিডিআর) ব্যাটালিয়ন স্থাপন প্রকল্পের জন্য প্রয়োজন, সেহেতু আপনাকে জানান যাইতেছে যে, নিম্নবর্ণিত ভূমি পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি অধিগ্রহণ রেগুলেশন, ১৯৫৮ ইং মোতাবেক অদ্য ৩১/৩/০৫ ইং তারিখ হইতে অধিগ্রহণ করা হইল। উক্ত তারিখ হইতে সংশ্লিষ্ট ভূমি সকল প্রকার দায়মুক্ত হইয়া সরকারের উপর অর্পিত হইল। উক্ত ভূমির ন্যায্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে।"

সরকার কোন পক্ষের সাথে কোন রূপ আলোচনা না করে এক তরফাভাবে উক্ত জমি জবরদখলের সিদ্ধান্ত নেয়। এতে কেবল উক্ত জমির মালিকরা নয়, পুরো এলাকার জনগণ চরমভাবে আতঙ্কিত ও বিক্ষুব্ধ হয়েছেন। কারণ সরকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে তিনটি গ্রাম যেমন যত্ন ধন কার্বারী পাড়া, গোবিন্দ কার্বারী পাড়া ও হেডম্যান কার্বারী পাড়ার ৭৫টি পরিবার তাৎক্ষণিকভাবে উচ্ছেদ হবে। তাছাড়া, হেডকোয়ার্টারটি নির্মিত হয়ে গেলে আশেপাশের অন্তত পক্ষে আরো একশ পরিবার উচ্ছেদের সম্মুখীন হবে। এই পরিবারগুলো ১৯৬০ দশকে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের কারণে একবার ক্ষতিগ্রস্ত ও উচ্ছেদ হয়েছিলেন। এরপর ১৯৮৬ সালে সেনাবাহিনীর অত্যাচার ও নির্যাতনের ভয়ে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে শরণার্থী হয়েছিলেন। এর ফলে এই পরিবারগুলো অর্থনৈতিকভাবে এমনিতেই পঙ্গু হয়ে আছে। তার উপর যদি আবার উচ্ছেদ হতে হয়, তাহলে তাদেরকে পথে বসতে হবে।

সরকার ক্ষতিপূরণের কথা বললেও তা লোকদেখানো মাত্র। কারণ পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমির সংকট প্রকট। ক্ষতিপূরণ হিসেবে কয়েক হাজার বা দু এক লাখ টাকা দিয়ে তারা কিছুই করতে পারবেন না। এ জন্য জমির মালিকরা জমি ছাড়তে নারাজ। তারা এই জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট মামলা দায়ের করেছেন। গত ২৩ মে হাইকোর্ট সরকারের উক্ত ভূমি হুকুম দখলের নোটিশের বিরুদ্ধে স্টে অর্ডার দিয়েছে (অর্থাৎ মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত নোটিশ কার্যকর হবে না) এবং কেন উক্ত নোটিশসমূহ বাতিল করা হবে না এই মর্মে সরকারের উপর রুলনিশি জারী করেছে। হাইকোর্টে আরো শুনানী চলবে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের নেতৃবৃন্দ ও এলাকার লোকজন মনে করেন, পাহাড়িদের নিজ জায়গা জমি থেকে উৎখাত করার লক্ষ্যেই ভূমি জবর দখলের নোটিশ দেয়া হয়েছে। বিডিআর-এর ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টার নির্মাণ একটি অজুহাত মাত্র। কারণ ঐ এলাকা থেকে নিকটবর্তী আন্তর্জাতিক সীমান্ত উত্তরে ৪০ কি ৫০ মাইল দূরে। খাগড়াছড়িতে বিডিআর-এর একটি হেডকোয়ার্টার ইতিমধ্যে রয়েছে। এছাড়া রয়েছে অসংখ্য ক্যাম্প। সর্বোপরি প্রস্তাবিত হেডকোয়ার্টার এর পাশেই রয়েছে একটি আর্মি ক্যাম্প, যারও কোন প্রয়োজন সেখানে নেই। এই সেনা ক্যাম্পটিও জনগণের জন্য হুমকি স্বরূপ। গত ১৯৯৯ সালের ১৬ অক্টোবর এই ক্যাম্পের সেনারা বাবুছড়ায় ৪ জনকে হত্যা করে ও বেনুবন বৌদ্ধ বিহারে হামলা চালায়।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রত্যেকটি সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে বিভিন্ন অজুহাতে ভূমি বেদখল করে চলেছে। কখনো বনায়নের নামে, সেনা ক্যাম্পের নামে, কখনো উন্নয়নের অজুহাতে আবার প্রকাশ জমির দলিলপত্র জালিয়াতি করে বিভিন্নভাবে ও প্রক্রিয়ায় পাহাড়িদের জমি জবর দখল করা হচ্ছে। সেটেলারদের নিয়ে আসার ফলে ফেনি অঞ্চল, বান্দরবানের রুমা, আলিকদমসহ পাহাড়িদের বিস্তীর্ণ এলাকা পুরোপুরি বেদখল হয়ে গেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে বিশাল সেনা মোতায়েন রাখার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো পার্বত্য চট্টগ্রামকে সম্পূর্ণ বাঙালীকরণ করা, সেটেলারদের নিরাপত্তা দেয়া ও পাহাড়িরা যাতে কোন ভাবেই এর প্রতিবাদ করতে না পারে তার ব্যবস্থা অর্থাৎ দমন করা।

বর্তমানে জমি জবরদখল কেবল খাগড়াছড়িতে নয়, বান্দরবান ও রাঙ্গামাটিতেও সরকার বিভিন্ন অজুহাতে জমি অধিগ্রহণ অব্যাহত রেখেছে। সেনাবাহিনীই প্রধানত জমি জবরদখলের জন্য দায়ি।

পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ সরকারের অন্যায়ভাবে জমি জবর দখল মেনে নেবে না। অনেক হয়েছে। জোর জুলুম অন্যায় অত্যাচার অনেক হয়েছে। জনগণের পিঠ দেয়ালে ঠেকেছে। আর সহ্য করা নয়। এবার নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য, নিজেদের জমির জন্য মরণ পণ লড়াই করতে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ প্রস্তুত।

সরকারকে অবিলম্বে বাবুছড়ায় জমি জবর দখলের নোটিশ বাতিল করতে হবে। বান্দরবানে সেনাবাহিনীর জন্য বেদখলকৃত জমিও ফেরত দিতে হবে। বেদখলকৃত পাহাড়িদের সকল জমি ফিরিয়ে দিতে হবে। প্রথাগত ভূমি অধিকারের স্বীকৃতি দিতে হবে। দাবি

খিলাছড়িতে সেনারা কিয়াঙে মাইক বাজানোর নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছে

স্বাধিকারের গত সংখ্যায় (৩২তম) এই মর্মে একটি রিপোর্ট ছাপা হয় যে, রাঙ্গামাটি জেলার নান্যাচর থানার খিলাছড়ি ক্যাম্পের কমান্ডার সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট মাসুদ খিলাছড়ি বৌদ্ধ বিহারের অধ্যক্ষকে ডেকে বিহারে মাইক না বাজানোর নির্দেশ দেন।

স্বাধিকার উক্ত সংখ্যায় সম্পাদকীয়তে এই ঘটনার প্রতি সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

বর্তমানে সেনা কমান্ডারের উক্ত নির্দেশ প্রত্যাহার করে নেয়া হয়েছে বলে কুতুকছড়িতে অবস্থিত ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের রাঙ্গামাটি জেলা অফিস থেকে স্বাধিকারকে জানানো হয়েছে।

"মাস্তানী করবো শুধু আমি"

বর্মাছড়িতে ক্যাপ্টেন তারেক এখন একটি আতংকের নাম। তিনি খাগড়াছড়ি জেলার লক্ষ্মীছড়ি জোনের অধীন গুকনাছড়ি আর্মি ক্যাম্পের কমান্ডার (২৪ ফিল্ড আর্টিলারী)।

গত ৭ জুন তিনি বর্মাছড়ি বাজারে এলাকার মুরুব্বীদের নিয়ে একটি মিটিং ডাকেন। সেখানে তিনি বলেন, "এখানে কোন মাস্তানী করা যাবে না। কেউ মাস্তানি করতে পারবে না। মাস্তানী করবো শুধু আমি। তোমরা মাস্তানি কর তখন, যখন পূর্ণস্বায়ত্তশাসন পাবে। আমাকে চিনেন তো আমার নাম ক্যাপ্টেন তারেক।"

উক্ত মিটিঙে উপস্থিত একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি স্বাধিকার প্রতিবেদককে উক্ত কথাগুলো বলেছেন।

উক্ত জনপ্রতিনিধি আরো বলেন, ক্যাপ্টেন তারেক আসার পর এলাকায় সেনা অপারেশন, লোকজনকে হয়রানি, হুমকি ধামকি দেয়া ইত্যাদি বৃদ্ধি পেয়েছে। সাধারণ গ্রামবাসীদের সব সময় আতংকে থাকতে হয়।

তিনি বলেন, ক্যাম্প কমান্ডাররা প্রায় সময় বদলী হয়। কখন কোন ধরনের কমান্ডার আসে ঠিক নেই। অনেক কমান্ডার তুলানমূলকভাবে ভালো। তাদের সাথে অন্তত কথাবার্তা বলা যায়। আবার অনেক কমান্ডার এত বদমায়েশ যে নুন্যতম আদব কায়দা ও সৌজন্যবোধটুকু পর্যন্ত এদের জানা নেই। লোকজনের সাথে এরা খুব খারাপ ব্যবহার করে। সাধারণ লোকজনকে তারা মানুষ বলেও গণ্য করে না।

গত ২ জুন ক্যাপ্টেন তারেক তার ১৮-১৯ জন সৈন্য নিয়ে বর্মাছড়ি ইউনিয়নের কলাছড়ি পাড়ার কয়েকটি বাড়িঘরে তল্লাশি চালায়। জিজ্ঞাসাবাদের নামে বাড়ির লোকজনকে হয়রানি করে ও ৩ নিরীহ গ্রামবাসীকে মারধর করে।

জোন কমান্ডারের অত্যাচারে লক্ষ্মীছড়ি জনগণ অতিষ্ঠ

অংসাচিং, লক্ষ্মীছড়ি থেকে

খাগড়াছড়ি জেলার লক্ষ্মীছড়ি জোন কমান্ডার লেঃ কর্নেল মোঃ আব্দুল মোমিন খানের অত্যাচারে এলাকার পাহাড়ি বাঙালী সবাই অতিষ্ঠ। থানার প্রশাসনিক কাজে হস্তক্ষেপ, ব্যবসায়ীদের হয়রানি, রাজনৈতিক অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ, মুরুব্বী ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদেরকে হেয় মনে করে তাদের সাথে যা ইচ্ছে তাই ব্যবহার করা এখন তার স্বভাবে পরিণত হয়েছে। এ ছাড়াও সাধারণ মানুষের ওপর অত্যাচার নির্যাতনের তো কোন শেষ নেই।

গত ১৮ এপ্রিল তিনি এলাকার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে "জরুরী" সভা ডাকেন। কার্বারী, হেডম্যান, মেম্বার, চেয়ারম্যান ও মুরুব্বীদের চিঠি দিয়ে আমন্ত্রণ জানানো হয়। কিন্তু সভায় হাতে গোনা কয়েকজন ছাড়া আমন্ত্রিতদের অধিকাংশ অনুপস্থিত থাকেন। এতে জোন কমান্ডার রেগে যায়। সভায় তিনি আবোল তাবোল বকতে থাকেন এবং মেম্বার, চেয়ারম্যান, কার্বারী ও হেডম্যানদের সম্মানী ভাতা বন্ধ করে দেয়ার হুমকি দেন। তিনি ইউপিডিএফ-এর ওপরও একচোট নেন এবং পার্টিকে সহযোগিতা না দেয়ার জন্য সভায় উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে হুঁশিয়ার করে দেন। কেউ সহযোগীতা করেছে বলে প্রমাণ পেলে তিনি তাকে জেলে ঢুকিয়ে দেবেন বলে সতর্ক করে দেন।

এলাকার লোকজনের সাথে আলাপ করে জানা গেছে বেশ কয়েকটি কারণে তারা কমান্ডারের উক্ত মিটিং বয়কট করেছেন। প্রথমত, জোন কমান্ডার সাম্প্রদায়িক। তিনি পাহাড়িদের বাঁকা চোখে দেখেন। বিভিন্নভাবে তাদের হয়রানি ও মিথ্যা মামলা সাজিয়ে জেলে পাঠিয়ে দেন। দ্বিতীয়ত, তিনি এলাকার হাট বাজারে গাছ-বাঁশ বেচা কেনার ওপর হস্তক্ষেপ করেন। বর্তমানে লক্ষ্মীছড়ি বাজারে গাছ-বাঁশ বেচা কেনা বন্ধ। এতে এলাকাবাসীর ভোগান্তি বেড়েছে। কারণ এলাকার জনগণের জীবিকা মূলত গাছ বাঁশের ওপর নির্ভরশীল। এখানে ধান্য জমি নেই বললেই চলে। তৃতীয়ত, পথে ঘাটে যেখানেই পান তিনি পাহাড়ি যুবকদের হয়রানি করে ছাড়েন। তাছাড়া জোন কমান্ডারের ব্যবহার অত্যন্ত রূঢ়। এসব কারণে মুরুব্বীরা তার সভা বয়কট করেন।

মুদি দোকানদারকে মারধর

গত ২২ মে জোনের সেনা সদস্যরা লক্ষ্মীছড়ি বাজারের মুদি দোকানদার রতন কান্তি নাথ ও তার ছোট ভাই খোকন কান্তি নাথকে তার দোকানে ঢুকে মারধর করে। সেনারা দোকানের সমস্ত মালামাল - চাল, ডাল, আলু, চিনি, মরিচ, লবণ, পেঁয়াজ, হলুদ ইত্যাদি মাটিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেয়। মারধর করে দুই ভাইকে উলঙ্গ অবস্থায় রেখে দেয়। পরে তাদেরকে সেনাদের ব্যবহারকারী গাড়িতে করে জোনে নিয়ে যাওয়া হয়। যাওয়ার সময় সেনারা দোকানের ক্যাশ বাক্সটিও নিয়ে যায়।

এর আগে একবার জোন কমান্ডার রতন কান্তি নাথকে জোনে নিয়ে গিয়ে মারধর করেছিলেন।

লক্ষ্মীছড়ি দোকানদার ও ব্যবসায়ীরা যাতে এইসব ঘটনার প্রতিবাদ করতে না পারে সেজন্য জোন কমান্ডার হুমকি ও ভয় ভীতি দেখাচ্ছে। কেউ এ ব্যাপারে কোন কথা বললে তার পরিণতিও রতন কান্তি নাথের মতো হবে বলে হুমকি দিচ্ছে।

মরাচেঙ্গীতে তল্লাশী ও নির্যাতন

গত ২৬ মে লক্ষ্মীছড়ি জোনের সেনারা মরাচেঙ্গী পাড়ায় হিরেন্দ্র চাকমার বাড়িতে হানা দিয়ে তল্লাশী চালায়। সেনারা অবৈধ কোন কিছু উদ্ধার করতে না পেরে ফেরার পথে পাড়ার কয়েক জন যুবককে জোনে ধরে নিয়ে যায়। ধৃতদের পরিচয় জানা গেছে। এরা হলেন কিরেন্দ্র চাকমা, পোরেল চাকমা, জোয়াইজ্যা চাকমা, হৃদয় চাকমা, ও দয়া চাকমা। পরে তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হলেও, সপ্তাহে ৩/৪ বার জোনে গিয়ে হাজিরা দিতে হচ্ছে। জোন কমান্ডার হৃদয় চাকমার কাছ থেকে তার ব্যবহৃত মোবাইল ফোন সেটটি কেড়ে নেন।

সেনারা ঐদিন মরাচেঙ্গী পাড়া বৌদ্ধ বিহারে জুতা পায়ে প্রবেশ করে বিহারের পবিত্রতা নষ্ট করে। বর্তমানে পথে ঘাটে গণহারে জিজ্ঞাসাবাদ, বডি চেক সহ লোকজনের ওপর সেনা হয়রানি অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

বাঁশ গাছ আটক

২২ মে লক্ষ্মীছড়ি জোনের অধীন বান্যাছোলা আর্মি ক্যাম্পে সেনারা ব্যবসায়ীদের কেনা বাঁশ ও গাছ আটকিয়ে রাখে। তারা কয়েকজন ব্যবসায়ী ও নিরীহ দিন মজুরকেও মারধর করে।

নতুন ক্যাম্প স্থাপন

লক্ষ্মীছড়ি থানার গুকনাছড়ি মোনতলাতে একটি নতুন আর্মি ক্যাম্প স্থাপন করা হচ্ছে। আশেপাশের লোকজনকে ক্যাম্প নির্মাণের জন্য বিনা পয়সায় গাছ বাঁশ দিতে হয়েছে।

মুন্সি মিঞার ওপর শারীরিক নির্যাতন

৩১ মে লক্ষ্মীছড়ি জোনের অধীন বান্যাছোলা ক্যাম্পের কমান্ডার মানিকছড়ি থানার বোলাছোলা গ্রামের মোঃ মুন্সি মিঞার ওপর অকথ্য শারীরিক নির্যাতন চালায়। এতে তার একটা হাত ভেঙে যায়।

জানা গেছে, মুন্সি মিঞার সাথে একই পাড়ার রোকেয়া বেগমের জমি সংক্রান্ত বিরোধ চলছিল দীর্ঘদিন ধরে। এ ব্যাপারে এখনো আদালতে বিচার চলছে। রোকেয়া বেগম ক্যাম্পে গিয়ে মুন্সি মিঞার বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ করলে এতে সেনারা মুন্সি মিঞার ওপর ক্ষেপে যায়।

ইউপিডিএফ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের কারণে হয়রানি

গত ৭ জুন খাগড়াছড়িতে ইউপিডিএফ আহুত ভূমি বেদখল বিরোধী সমাবেশে অংশগ্রহণের কারণে লক্ষ্মীছড়িতে লোকজনকে হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। জোন কমান্ডার ঐ সমাবেশে লক্ষ্মীছড়ি থেকে কারা কারা অংশগ্রহণ করেছে তার তালিকা তৈরি করছে। পরে তাদের ওপর নির্যাতন হয়রানি করা হতে পারে বলে অনেকে আশঙ্কা প্রকাশ করছেন।

গুইমারা ব্রিগেড সম্প্রসারণের জন্য জমি অধিগ্রহণের চেষ্টা চালাচ্ছে সেনাবাহিনী

খাগড়াছড়ির গুইমারা এলাকায় অবস্থিত সেনা ব্রিগেড সম্প্রসারণের জন্য রামগড় থানাধীন হাফছড়ি ইউনিয়নের ২০৯ নং বড় পিলাক মৌজার স্থানীয় পাহাড়ি ও অপাহাড়ি লোকজনের প্রায় ৪ একর ধান্য জমি ও পাহাড়ের ভূমি দখলিস্বত্ব ছেড়ে দিতে বলেছে সেনাবাহিনী।

স্থানীয় লোকজন থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে, সেনাবাহিনী এ মাসে এলাকার স্থানীয় লোকজনকে আগামী ১১ মাসের মধ্যে তাদের ভূমির দখল ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র চলে যেতে বলেছে। এর ফলে লোকজন বাস্তুভিটা হারাবার ভয়ে ও হতাশায় দিন কাটাচ্ছেন।

জানা গেছে ব্রিগেড সম্প্রসারণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হলে এলাকার পাহাড়ি ও অপাহাড়ি (বাঙালী) মিলে প্রায় ৩ শত পরিবার তাদের জমি থেকে উচ্ছেদ হবেন।